

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সৈয়দ আবুল হোসেন, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ২৭/০৫/২০০৯।

সময় : বিকাল ১১:০০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার সভাপতি এবং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, সৈয়দ আবুল হোসেন উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানান। তাঁর সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সূচনা বক্তব্যে জানান যে, ১৯৮৫ সালে এক অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সালে উক্ত অধ্যাদেশটি সংশোধনীর মাধ্যমে ১৫০০ মিটার এবং তদুর্ধৰ দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফাইওভার, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও নির্মানোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সেতু কর্তৃপক্ষের উপর অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” এর নাম পরিবর্তন করে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ” নামকরণ করা হয়। কিন্তু এটি যথাসময়ে আইনে পরিণত হয়নি। যে কারণে ২০০৭ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে জারীকৃত বিধানসমূহ আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া আইন ২৫/৫/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে তা নীতিগত এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। শীঘ্ৰই এটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। অতঃপর নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচিসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণী সম্পর্কে কারো কোন বক্তব্য/মন্তব্য না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

২.১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এর অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পিএন্ডএম) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান গত ২৫/৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি বোর্ডকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-২ অর্থাৎ সেনানিবাস এলাকায় ভাঙ্গনের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে IWM এবং CEGIS রিপোর্ট দাখিল করেছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী যমুনা নদীর ভাঙ্গন এই মূহর্তে বঙ্গবন্ধু সেতুর গাইড বাঁধ এবং সেনানিবাসের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। তবে রিপোর্টে গাইড বাঁধের জরুরী যে কোন মেরামতের জন্য সেতু

এলাকায় প্রয়োজনীয় পাথর জমা করে রাখার জন্য বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, যমুনা নদীতে চর সৃষ্টির কারণে পানির মূল গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম গাইড বাঁধের পাশ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যা সেতুর জন্য ভূমকীস্বরূপ হতে পারে। সভায় আলোচনাতে IWM এবং CEGIS হতে রিপোর্ট পাওয়ার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, IWM, CEGIS এবং ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড এর কর্মকর্তাগণের সমষ্টিয়ে একটি যৌথ টীম কর্তৃক সাইট পরিদর্শন করে উক্ত টীমের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তাছাড়া, উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-৩ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালার তফসিলের উপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জরুরী ভিত্তিতে ভেটিং গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.২। সিদ্ধান্ত :

- (ক) বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সৃষ্টি চর এবং সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় ভাঙ্গনের বিষয়ে IWM এবং CEGIS হতে রিপোর্ট পাওয়ার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড IWM, CEGIS এবং ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড এর কর্মকর্তাগণের সমষ্টিয়ে একটি যৌথ টীম সাইট পরিদর্শন করত: একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- (খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালার তফসিলের উপর দ্রুত ভেটিং গ্রহণ করত: পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৩ : বঙ্গবন্ধু সেতুর ভবিষ্যৎ টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটি ইস্যু করা।

৩.১। উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পুঁজি বাজারে ভাল সিকিউরিটি সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর ভবিষ্যৎ টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটি ইস্যু করণের বিষয়টি Priority basis-এ বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে Investment Corporation of Bangladesh (ICB) তাদের প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু সেতুর ভবিষ্যত টোল আয় ও সঞ্চিত অর্থের বিপরীতে ৫০০.০০ কোটি টাকার বন্ড বাজারে ছাড়া এবং এজন্য প্রাথমিকভাবে ১.৭২ কোটি টাকা ব্যয় হবে মর্মে উল্লেখ করে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রাক্তন মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ৬/৩/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ICB প্রদত্ত প্রস্তাবনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা করে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেছে:

- ১। সিকিউরিটি বন্ডটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন “যমুনা সিকিউরিটি বন্ড” নামে অভিহিত হবে।
- ২। ২০০.০০ কোটি টাকার সিকিউরিটি বন্ড ইস্যু করা যেতে পারে। এর মধ্যে ১০০.০০ কোটি টাকা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ১০০.০০ কোটি টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছাড়া যায়।
- ৩। বন্ডের সুদের হার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮.৫০% এবং জনসাধারণের জন্য ১২.৫০% হতে পারে।
- ৪। সিকিউরিটি বন্ড ১০ বছর মেয়াদী হবে।
- ৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে Statutory Liquidity Reserve (SLR) এর সুবিধা প্রদানের জন্য VAT অব্যাহতির ব্যবস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে।

৩.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের বার্ষিক আয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এ অর্থ DSL পরিশোধ, ভ্যাট পরিশোধ, বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। বর্তমানে বছরে প্রায় ১০২.০০ কোটি টাকা DSL

পরিশোধ করতে হচ্ছে যা বৃদ্ধি পেয়ে বছরে প্রায় ১১৫.০০ কোটি টাকা থেকে ১২০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর ফাটল মেরামত এবং টোল আদায়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপনে প্রায় ২০০.০০ কোটি ব্যয় হবে। তাছাড়া অর্থ বিভাগ হতে Depreciation এর জন্য আলাদা একাউন্ট খোলার বিষয়ে মতামত পাওয়া গেলে উক্ত একাউন্টে বছরে প্রায় ৮২ কোটি টাকা জমা করতে হবে। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পদ্মা সেতুতে অর্থায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে Securitization এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

৩.৩। সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ ইস্যু করার বিষয়টি বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪ : বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) বাস্তবায়নে অনিয়ম।

৪.১। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পুনর্বাসন প্রকল্পটি ১৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয় এবং সে অনুযায়ী ১৯৯৩ সাল হতে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত পিপি ২০০০ সালে অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ৯০.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত পিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু পিপি অনুমোদন না করে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.২। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ হয়নি বিবেচনায় সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৯তম বোর্ড সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিবকে আহবায়ক করে ৩ সদস্যদের তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্ত কমিটির সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) অনুমোদিত পিপির কতিপয় অংগে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক হয়নি। বাসেক এর বোর্ড সভা এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(খ) "বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অব্যয়িত ৪৬৪০.৭৯ লক্ষ টাকা সুন্দর সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া আবশ্যিক।

(গ) এনজিও নিয়োগে যে সমস্ত অনিয়ম হয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে বাসেক এর বোর্ড সভায় আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.৩। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অনুমোদিত পিপির কিছু আইটেমে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের পাশাপাশি কিছু আইটেমে কম ব্যয় হয়েছে। তবে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৪.৪৬ কোটি টাকা, যা অনুমোদিত পিপির মোট বরাদ্দের (৭৫.০০ কোটি টাকা) মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে বিধায় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পুনর্বাসন প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অব্যয়িত ৪৬৪০.৭৯ লক্ষ টাকার বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ চলাকালীন সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪০.০০ কোটি টাকার ব্রীজ ইমাজেসী ফান্ড সৃষ্টি করা হয়। তবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ায় ব্রীজ ইমাজেসী ফান্ড থেকে ৩২.০০ কোটি টাকা বঙ্গবন্ধু সেতুর গাইড বাঁধের দাবী (Claim) নিষ্পত্তিতে পরিশোধ করা হয়। ফলশ্রুতিতে অব্যয়িত অর্থ থেকে ১৪৪০.৭৯ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট রয়েছে, যা সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এনজিও নিয়োগের বিষয়ে সভায় জানানো হয়ে যে, গ্রামীণ

৩ -

কল্যাণ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ব্র্যাক-কে সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিবেচনায় এনজিও নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ হতেও অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।

৪.৪। সভায় আলোচনাত্তে তদন্ত প্রতিবেদনের তৃতীয় সুপারিশের মধ্যে অনুচ্ছেদ-৪.২ এর (ক) ও (গ) অর্থাৎ অনুমোদিত পিপির তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম এবং এনজিও নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ের অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানে একমত পোষণ করা হয়। তবে পুনর্বাসন প্রকল্পের অনুকূলে অব্যয়িত ৪৬৪০.৬৭৯ লক্ষ টাকা সুদসহ সরকারী কোষাগারে জমাকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪.৫। আলোচনাত্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) তদন্ত প্রতিবেদনের তৃতীয় সুপারিশের মধ্যে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৪.২(ক) ও ৪.২(গ) অর্থাৎ অনুমোদিত পিপির বরাদ্দের তুলনায় কতিপয় অংগে অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম এবং এনজিও নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- (খ) পুনর্বাসন প্রকল্পের অনুকূলে অব্যয়িত ৪৬৪০.৭৯ লক্ষ টাকা সুদসহ সরকারী কোষাগারে জমাকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত গ্রহণ করত: পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৫ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রম অবহিতকরণ।

৫.১। উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে নিয়োজিত বর্তমান O&M Operator, Marga Net One Ltd (MNOL) এর মেয়াদ আগামী ৩১/৫/২০০৯ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। ইতোমধ্যে সরকার আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে এ সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব আগামী ৫ বছরের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারী এ সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের চাহিদা অনুসারে Draft Contract Document প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁদের এক পত্রে সেতু কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে MOU স্বাক্ষর, সেনাবাহিনীর নিকট সকল অবকাঠামো, সরজামাদি ও যানবাহন ইত্যাদি হস্তান্তরের পূর্বে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্ভে করা, সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে যথাযথ সুপারিশ ও প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং MOU স্বাক্ষরের পর ১৫ দিনের মধ্যে সেতুর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত মর্মে জানায়।

৫.২। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য MOU প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ, Contract Conditions এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ O&M এর দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে যেহেতু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে Deposited work হিসাবে এ দায়িত্ব প্রদান করা সম্ভব নয় সেহেতু O&M এর দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদানের ক্ষেত্রে পিপিআর এর কোন শর্তের অব্যাহতির প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য বিষয়টি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রসভা কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যদিকে আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে এ সংক্রান্ত দায়িত্ব নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় জনবল সেতু কর্তৃপক্ষের নেই। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বলে সভায় জানান। তবে সরকারী সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে বিধায় আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা যেতে পারে। সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে এ দায়িত্ব নিতে অপরাগত প্রকাশ করলে বর্তমান O&M Operator, Marga Net One Ltd. এর দায়িত্ব বিশেষ বিবেচনায় আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে ১(এক) মাস



- 8 -

বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫.৩। বিস্তারিত আলোচনাটে এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

- (ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব আগামী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিম্নোক্ত শর্তে সাময়িকভাবে (Provisionally) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত
হয়:
- ১) উভয় পক্ষের মধ্যে MOU/আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য চলমান সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত
থাকবে।
 - ২) সেতুর দৈনন্দিন টোল আদায় ও আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদানে চলমান পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে।
 - ৩) বর্তমান O&M Operator এর নিকট অর্পিত সকল দায়িত্ব, অবকাঠামো, স্থাপনা ও ঘন্টাপাতি
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বুঝে নিয়ে তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট অর্পণ করবে।
 - ৪) স্থলতম সময়ের মধ্যে সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পর্ক হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি
সম্পাদনপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট ৫(পাঁচ) বছরের জন্য প্রদান করা হবে, যা ০১/০৬/২০০৯ ইং
তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য করা হবে।
- (খ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১/৬/২০০৯ তারিখ হতে সাময়িকভাবে (Provisionally) বর্ণিত দায়িত্ব
নিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে বর্তমান O&M Operator, Marga Net One Ltd. এর মেয়াদ
চুক্তির existing terms & conditions এবং Management Fee বহাল রেখে অর্থাৎ মাসিক
৯৭.০০ লক্ষ টাকায় বিশেষ বিবেচনায় আগামী ৩০/৬/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

আলোচ্যসূচি-৬ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০০৬-২০০৭ কর বছরের বকেয়া আয়কর পরিশোধ
সংক্রান্ত বিষয় অবহিতকরণ।

৬.১। সেতু কর্তৃপক্ষের আয়কর পরিশোধের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ২০০৬-২০০৭ কর বছরে
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণে মোট আয় দেখানো হয় ৫৬,২২,২৪,০০০.০০
টাকা। এর উপর সরকারী নিয়মানুসারে প্রদেয় আয়করের পরিমাণ মোট আয়ের ৪০% হিসাবে
২২,৪৮,৮৯,৬০০.০০ টাকা। যা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু কর বিভাগ হতে সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য কর
ধার্য করা হয় ৫২,৬৮,২৭,৮৩৪.০০ টাকা যা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ণ অনুযায়ী পরিশোধিত আয়কর
অপেক্ষা অনেক বেশী। এ প্রেক্ষিতে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণ অনুসরণে মোট আয়কর
নির্ধারণের জন্য বাসেক হতে যুগ্ম-কর কমিশনার বরাবর আপীল করা হয়। উক্ত আপীল খারিজ হয়ে যাওয়ায় বাসেক
পুনরায় আপীলেট ট্রাইবুনালে আবেদন করে। পরবর্তীতে আয়কর উপদেষ্টার সুপারিশ অনুযায়ী বিষয়টি আপীলেট
ট্রাইবুনাল থেকে প্রত্যাহার করে কর ন্যায়পালের নিকট সুবিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য কর
বছরের কর দাবীর বিপরীতে আপীল চলমান আছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০০৬-২০০৭ কর
বছরের আয়কর পরিশোধের বিষয়টি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হন।

আলোচ্যসূচি-৭ : পদ্মা সেতু প্রকল্পের Panel of Experts (PoE) নিয়োগকরণ।

৭.১। পদ্মা সেতু প্রকল্পের International ও National Panel of Expert (PoE) নিয়োগের বিষয়ে পদ্মা
সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) সাথে সম্পাদিত Loan


- ৫ -

Agreement এ PoE নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৩তম বোর্ড সভায় ৬ জন National PoE এর তালিকা অনুমোদিত হয়। তবে বিশ্বব্যাংক National PoE দের সংখ্যা অত্যধিক বলে মন্তব্য করে এবং Highway ও Structural Engineering একে অন্যের duplicate উল্লেখ করে National PoE-এর সংখ্যা কমিয়ে ৫ জনে নির্ধারণের পরামর্শ দেয়। এ প্রক্ষিতে National PoE দের তালিকা নিম্নরূপ:

01	Prof. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor, BRAC University, Dhaka.	Bridge Engineering Expert
02	Prof. Dr. Ainun Nishat, (Former Professor, BUET), 5/7 Gaznabi Road, Mohammadpur, Dhaka-1207.	River Engineering Expert
03	Pr. Dr. A. M. M. Safiullah, Vice Chancellor, BUET, Dhaka.	Foundation Engineering Expert
04	Prof. Dr. M. Feroze Ahmed Professor, Dept. of Civil Engineering, BUET, Dhaka.	Environmental Engineering Expert
05	Prof. Dr. Alamgir Mojibul Hoque Professor, Dept. of Civil Engineering, BUET, Dhaka.	Contract Management and Traffic Engineering

৭.২। International PoE নিয়োগের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, WB, ADB ও JICA'র মাধ্যমে মোট ১৬টি CV গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) কর্তৃক গঠিত Consultant Selection Committee (CSC) উক্ত CV সমূহ মূল্যায়ন করে ০৫ জন International expert-কে PoE হিসাবে নির্বাচন করে। এর মধ্যে Resettlement Specialist হিসাবে Mr. Stan Peobody সম্পত্তি বিশ্ব ব্যাংক থেকে অবসরে যাওয়ায় এবং River Engineering Field এ Mr. GERRIT J. KLAASSEN অন্য Consulting Firm এর সাথে attachment থাকায় বিশ্বব্যাংক তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়। পক্ষান্তরে Environmental Specialist Mr. Torkil Jonch Clausen PoE হিসাবে নিয়োগে তার অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক অফিস RTW Expert হিসাবে জনাব Carvajal Manor Fortunato কে PoE নিয়োগের পরামর্শ দিয়ে তার CV প্রেরণ করেছে। তাছাড়া উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে CSC কর্তৃক সুপারিশকৃত দ্বিতীয় rank ধারী পরামর্শকদ্বয়কে PoE হিসাবে অন্তর্ভুক্তির ফলে International PoE দের তালিকা নিম্নরূপ:

01	Dr. Yozo FUJINO Professor, Department of Civil Engineering, University of Tokyo, Japan	Bridge Engineering
02	Kenji ISHIHARA Nittetsu ND Tower Tokyo, Japan	Geotechnical Engineering
03	Robert Barclay	Resettlement Specialist
04	Friedrich Barth Ahornweg 13, 69221, Dossenheim, German	Environment Specialist
05	Carvajal Manor. Fortunato	River Training Engineering

৭.৩। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, PoE হিসাবে National ও International Expert-দের নিকট হতে আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। আর্থিক প্রস্তাব পাওয়ার পর তাদের সাথে Negotiation করত: বিশ্বব্যাংকের সম্মতি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে অবহিত করে National ও International

PoE নিয়োগ করা হবে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ Negotiation এর ফলাফলসহ PoE নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা পরবর্তীতে বোর্ডকে অবহিত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

৭.৪। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৭.২ এবং ৭.১-এ বর্ণিত ব্যক্তিদের International ও National Panel of Experts (PoE) নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া গেল। তাদের নিকট থেকে আর্থিক প্রস্তাব প্রাপ্তির পর Negotiation এর ফলাফলসহ PoE নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা পরবর্তীতে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ : Elevated Expressway নির্মাণের বিষয় অবহিতকরণ

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ঢাকা শহরের ঘানজট নিরসনে নতুন বিমান বন্দর হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত প্রায় ৩২ কি.মি. দীর্ঘ Elevated Expressway নির্মাণ সংক্রান্ত নথিপত্র মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সড়ক ও রেলপথ বিভাগ হতে ৭/৫/২০০৯ তারিখের পত্র মারফত সেতু বিভাগের নিকট অর্পণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বেসরকারী অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকার্ডুন্ডির লক্ষ্যে শীঘ্ৰই এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটি ত্বরিত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শর্ত হিসেবে দরপত্র দাখিলের পূর্বে Invester কর্তৃক তার নিজ দায়িত্বে Feasibility Study পরিচালনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হবে। এ প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের নির্দেশনা, উপদেশ ও সহযোগিতা চাওয়া হলে তাঁরা এ বিষয়ে সকল ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : ২৬/০৫/২০০৯


(সৈয়দ/ আবুল হোসেন)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

**২৬ মে, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৪তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১।	(মহাশয় আশুল শেখ)	পর্যটন বিভাগ	
২।	(মহাশয় আশুল শেখ)	পর্যটন বিভাগ	
৩।	অধ্যোপকারী হতে প্রতিচ্ছেদ সচিব (চ:গঃ)	অধ্যোপকারী হতে প্রতিচ্ছেদ সচিব	 ২৭/১০/১০
৪।	স্বাক্ষর নথি নথি - নথি	স্বাক্ষর নথি	 ২৭/১০/১০
৫।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	প্রতিচ্ছেদ সচিব	২৭/১০/১০
৬।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	"	 ২৭/১০/১০
৭।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	পর্যটন	 ২৭/১০/১০
৮।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	পর্যটন	 ২৭/১০/১০
৯।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	পর্যটন	 ২৭/১০/১০
১০।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	পর্যটন	 ২৭/১০/১০
১১।	(মহাশয় আশুল শেখ/প্রতিচ্ছেদ সচিব)	পর্যটন	 ২৭/১০/১০

২৬ মে, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৪তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাৰূপ।